طلع البدر علينا
من ثنية الوداع
وجب الشكر علينا
ما دعا لله داع

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন কি ও কেন?

মাওলানা মুহাম্মদ হামিদুর রহমান

এম.এম, এম.ইউ, ফার্স্ট ক্লাস (বোর্ড স্ট্যান্ড)

লেখক ও গবেষক, সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সোনাকান্দা দারুল হুদা কামিল স্নাতকোত্তর মাদরাসা, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

প্রকাশনায় :

ইসলামি দাওয়াত মিশন

খানকাহ শরীফ কমপ্লেক্স, মহারাজা বাজার
মুজাহিদাবাদ, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

"মোস্তফা জানে রহমত পেহ লাখো ছালাম
শম্‌য়ে বজ্‌মে হেদায়েত পেহ লাখো ছালাম"

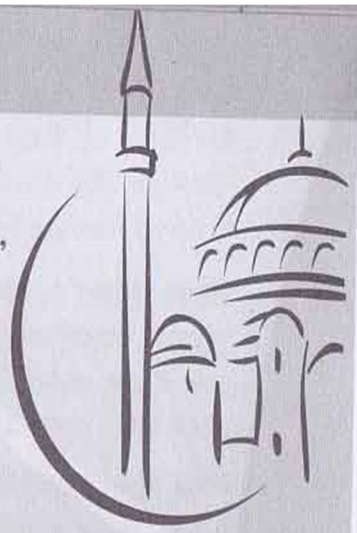

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ উদ্‌যাপন কি ও কেন?

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি মানুষকে জ্ঞান দান করে সৃষ্টির সেরা জীব বানিয়েছেন। যিনি আমাকে তাঁর প্রিয় হাবীবের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। লক্ষ-কোটি দুরূদ ও সালাম সরওয়ারে কায়েনাত, সরকারে দু'আলম, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা, সাফিয়ে কাওসার, নূরে মুজাসসাম, শাফিউল মুজনেবীন, রহমাতুললিল আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন, নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, লাঞ্চিত মানুষের মুক্তির দিশারী, করুনার মূর্তপ্রতীক, শান্তির দূত, উম্মতের কান্ডারী, মহান পথ-প্রদর্শক, সর্বকালের ও সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ ও আদর্শ হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। যাঁকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ পাক কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। নবীজীর প্রিয় আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কিরামের উপর বর্ষিত হোক রহমতের অফুরন্ত ও অনন্ত বারিধারা, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনুপম ত্যাগের বিনিময়ে আজ সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত তথা সুপ্রতিষ্ঠিত। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ইলমে তাফসীর, হাদীস ও মাযহাবের ইমামগণের প্রতি। যাঁদের সর্বোচ্চ সতর্কতা ও ত্যাগের ফলে ইসলাম আজ অবিকৃতভাবে মানুষের কাছে বিদ্যমান।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিচিতি :

আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম উৎসবের দিন হচ্ছে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও ভক্তি অনুসারে এবং মর্যাদার সাথে বছরের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে এ ঈদে মীলাদুন্নবী বা নবীজীর জন্মের ঈদ পালন করেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই এ ঈদের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে পরিচিত নন। যে সকল ব্যক্তিত্ব এ উৎসব মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলন করেছেন তাঁদের পরিচয়ও আমাদের অধিকাংশের অজানা। এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমি উপরোক্ত বিষয়গুলো দলীল-আদিল্লার ভিত্তিতে আলোচনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল-কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আছে- 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ

করিয়াছেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয়, যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল ।'[১]

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কর্ম করে এবং বলে, আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত। [২]

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি এ কথাটির অর্থ-তাৎপর্য, গুরুত্ব ও হাকীকত, আজ মুসলমান সমাজের অনেকে জানেন আর অনেকে হয়ত জানেন না বিধায় এর প্রতি উদযাপনে তেমন কোন গুরুত্ব দেননা। তাই এ বিষয়টির ব্যাপারে আমাদের সকলের অবগত হওয়া উচিত বলে মনে করি। কেননা কোন বিষয়ের ব্যাপারে কারো জানা না থাকলে সে বিষয় ব্যাপারে অনুমান করে কিছু বলা যায় না। আর জানা থাকলে বিষয়টি ব্যাপারে সে সহজে বুঝতে পারে এবং এর উপর আলোচনাও করতে পারে। যে বিষয়ে যার যত জানা থাকে, সে বিষয়ের প্রতি তার মুহব্বত, ভালবাসা ততবেশী অন্তরে জাগ্রত থাকে। তাই প্রত্যেক রাসূল প্রেমিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ঈমানদার ভাই বোনদেরকে জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে জনসমাজে পেশ করা নিজেকে ঈমানী দায়িত্ববোধ মনে করছি। বিষয়টি জানার জন্য পাঠক গভীর মনযোগের সাথে এ নিবন্ধটি পাঠ করুন।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অর্থ

'ঈদ' শব্দের অর্থ- খুশি, আনন্দ। 'মিলাদ' শব্দের অর্থ : জন্ম, জন্মকাল, জন্মদিন ও জন্ম উৎসব। 'আন্‌নাবী' শব্দের অর্থ : আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝান হয়েছে। **পরিভাষায় :** ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অর্থ হলো প্রিয় নবী রাহমাতুললিল আলামীন সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মদিন, জন্ম অনুষ্ঠান ও জন্ম উৎসব পালন করা। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত, জন্মকালীন সময়ের মোজেজা, জন্ম কাহিনী, সীরাত বা জীবনী চরিত্রের তদসম্বলিত ঘটনাবলীর আলোচনা করাকে বুঝায়। বিশ্বনবী রাহমাতুললিল আলামীন যে দিনে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, সে দিনে তাঁর পবিত্র জন্মের তা'জিমার্থে আনন্দ-উৎসব উদযাপন, জন্মকালীন সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা পর্যালোচনা করাই হলো ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে মাসে এ পৃথিবীতে

১। সূরা : আল-ইমরান, আয়াত : ১৬৪।

২। হা-মীম আস-সাজদা : ৩৩-৩৪।

আগমন করেন সে মাসটির নাম হলো রবিউল আউয়াল মাস এবং দিনটি ছিল ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার। এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করা হল।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মবার :

হযরত কাতাদা আল আনসারী (রা.) বলেন, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, এ দিনে সোমবারে আমি জন্মগ্রহণ করছি এবং এ দিনই আমি নবুয়ত পেয়েছি।[১]

এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ (র.) তাঁর মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়ত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে পবিত্র মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওনা করেন, সোমবারে মদীনায় পৌঁছান, এবং সোমবারে হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।[২] বর্ণিত সহীহ হাদীসদ্বয়ের দ্বারা প্রতিয়মান প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম বছর :

হযরত কায়েস ইবনে মাখরামা (রা.) বলেন, আমি ও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'জনই হাতীর সালে জন্মগ্রহন করেছি। (হাতীর সাল বলতে, যে বছর আবরাহা বাদশা হাতী বাহিনী নিয়ে পবিত্র কা'বা ঘর ধ্বংস করার জন্য মক্কা আক্রমণ করেছিল।[৩] বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতীর সালে জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরটি ছিল ৫৭০খ্রিস্টাব্দ.।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মমাস ও জন্ম তারিখ :

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেছি।[৪] আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে বসন্ত মৌসুমে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিন দুনিয়ার জমিনে তাশরীফ আনেন। সময় ছিল সুবহে সাদিকের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে।[৫]

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দির প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তিনি বলেন, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতীর বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন।

১। মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৮।
২। আল-মুসনাদ।
৩। তিরমিযী শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, বাব ফি মীলাদিন্নাবিয়্যি, পৃষ্ঠা-২০২) ইমাম তিরমিযী (রা.) এই হাদীসটি হাসান বলেছেন।
৪। দায়লামী শরীফ।
৫। সূত্র : ইবনে কাসীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ১ম খন্ড, পৃ-১৯৮) ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্মরণিকা ২০১২খ্রি. পৃ-২৮)।

ইবনে কাসীর আরও বলেন যে, দু'জন সাহাবী হযরত জাবির ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই মতটি বর্ণিত।[১]

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকাল দিবস :

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মদিবস পালনের ন্যায় ইন্তেকাল দিবসও পালন করা হতো। এ ব্যাপারে সপ্তম হিজরী শতকে মুসলিম বিশ্বের কোথাও রবিউল আউয়াল মাসে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত দিবস পালন করা হতো, ফাতেহায়ে দুয়াজদহম হিসেবে। এ ব্যাপারে ভারতের প্রখ্যাত সূফী হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.), (৬৩১/৭২৫ হিজরী, ১৩২৫খ্রি.) লিখেছেন যে, তাঁর মুরশিদ হযরত ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর (রা.) (৬০৯-৬৬৮ হিজরী, ১২১২-১২৭০খ্রি.) রবিউল আউয়াল মাসে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকাল দিবস হিসাবে 'ফাতেহায়ে দুয়াজদহম' পালন করতেন। কিন্তু সারাবিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে ১২ রবিউল আউয়াল জন্মদিবস হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাই এ দিনই ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করা হয়। যা পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজে ক্রমান্বয়ে এর বিস্তার লাভ করে। রবিউল আউয়াল মাস যেমন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মমাস, তেমনি তাঁর ইন্তেকালেরও মাস। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোমবার ইন্তেকাল করেছেন, তা বিভিন্ন সহিহ হাদীসে বর্ণিত আছে। কিন্তু তার ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কে হাদীস শরীফে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই সে বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। উলামায়ে কিরাম কেউ কেউ বলেন, ১লা কেউ বলেন- ২রা, কেউ বলেন- মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১২ই রবিউল আউয়াল, ১১হিজরীতে সোমবার দিন ইন্তেকাল করেন।[২]

প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপনের প্রবর্তক :

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম উৎসব বর্তমান প্রচলিত নিয়মে আনুষ্ঠানিকতার সাথে যদিও কুরুনে সালাসায় প্রচলন ছিলনা, কিন্তু সকল নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবেতাবেয়ীন তাঁরা তাঁদের যুগে মুখে মুখে দু'চারজন করে সমাবেশের মাধ্যমে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র বেলাদত শরীফ নিয়ে পরস্পরে আলোচনা ও পর্যালোচনা করতেন। এ সম্পর্কে সহীহ হাদিস রয়েছে। তবে পরবর্তীতে যিনি ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপনের প্রবর্তক হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং যিনি ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠাদানের দাবীদার এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যার মাধ্যমে এ উৎসব প্রচলিত নিয়মে আনুষ্ঠানিকতার সাথে জনপ্রিয় হয়ে উঠে তিনি হচ্ছেন, ইরাক অঞ্চলের

১। সূত্র : ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, মিশর, কায়রো-১/১৮৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৩ইং পৃ-১০।

২। ইবনে হিব্বান, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ-৪০০, ইবনে হাজার আসকালানী (রা.), ফাতহুলবারী শরহ সহীহিল বুখারী, বৈরুত দারুল ফিকর ৮/১২৯-১৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ২০০৩ইং ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ সংখ্যা পৃ-২৫।

আরাবিল প্রদেশের ধার্মিক, ন্যায় পরায়ন, দানশীল, সমাজকল্যাণে নিয়োজিত, মানবসেবি বাদশাহ, মুজাফফরুদ্দীন আবু সাঈদ কুকবুরী (র.)। তিনি তুর্কী বংশোদ্ভুত, তাঁর নামটিও তুর্কী। সম্মানিত এই বাদশাহরই উদ্যোগে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মদিন পালন বা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপন ক্রমান্বয়ে সকল মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে রবিউল আউয়াল মাস প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মমাস হিসেবে পালিত হতে থাকে। তাঁর এ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন অনুষ্ঠান শুরু ৬০৪ হিজরীতে। এই মহান ব্যক্তি ৬৩০ হিজরী ৪ঠা রমজান, ১২৩৩খ্রি. ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১]

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি ও এর জবাব

বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোক ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনের আপত্তি করে থাকেন। তাদের অভিমত যে, প্রথম তিন যুগে (কুরুনে সালাসায়) ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রচলন ছিলনা। সেহেতু ইহা বিদআত। আর বিদআত মানে হারাম। সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন হারাম। এ উক্তিটি কিছু সংখ্যক ব্যক্তিরা বলেন- ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনে আপত্তি কারক ব্যক্তিদের আপত্তির জবাবে আমি বলব যে, ইসলামের প্রথম তিন যুগে (কুরুনে সালাসায়) ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনের প্রচলন ছিলনা এ উক্তিটি তাদের সঠিক নয়। বিষয়টির মূল হাকিকত জানার ও সঠিকভাবে বুঝার জন্য আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ইজমা, কিয়াস ও সালফে-সালেহীনদের লিখিত কিতাব-এর দিকে গবেষণার নজরে একটু গভীর দৃষ্টিপাত দিলে আশা রাখি এ ব্যাপারে নিরসনে আসবে বলে আশাবাদী। আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্য বরকতের জন্য আপত্তিকারী ব্যক্তিবর্গরা হয়তঃ পড়ে থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বিষয়টি বুঝবার ও বুঝানোর দিকে খেয়ালের অভাব বিধায় ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন ব্যাপারে কোন্দল বা আপত্তি গড়ে উঠেছে বলে বিজ্ঞ মহল মনে করেন। নিম্ন বর্ণিত হাদীসের দিকে একটু গভীর নজরে দৃষ্টি দিলে আশা রাখি আপত্তির জবাব পেয়ে থাকবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে সাহাবাগণ! তোমরা আমার থেকে যা শোন আল-কুরআনুল কারীম ছাড়া অন্য কিছু লিখনা। আর যদি লিখে থাক, তাহলে উহা মুছে ফেল।[২]

বর্ণিত হাদীসটি ব্যাখ্যার দাবী রাখে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে হাদীস শরীফ লিখিতভাবে ছিলনা। হাদীসের এশায়াত তথা প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা ঐ যুগে মৌখিকভাবে ছিল। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন অবস্থার

১। সূত্র : নুবালা-১২/৩৭৭, ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া-৯/১৮, যাহাবী আল-ইবার-৩/২০৮ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩ইং পৃষ্ঠা-১৫।
২। মুসলিম শরীফ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৪।

প্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাবতীয় হাদীস, বেলাদত থেকে শুরু ইন্তেকাল পর্যন্ত সবকিছুই কিতাব আকারে লিখিত হয়। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীন, সকলে তাদের যুগে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদত সংক্রান্ত হাদীসগুলো অন্যান্য হাদীসের ন্যায় তাদের মজলিসে মৌখিকভাবে পাঠ করতেন। আলোচ্য হাদীস-এর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে বর্ণিত, তাঁর তা'জিম-সম্মান, মর্যাদা ও গুণাবলীর কথা এবং যাবতীয় আদেশ নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ শুধু কাগজের পাতায় লিখিত আকারে রাখলে আমাদের দায়িত্ব আদায় হবে না বরং সাহাবায়ে কিরামের মতো মাহফিল করে হাদীসের হক আদায়ে যত্নবান হতে হবে এবং পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- উদযাপনে প্রচার-প্রসার করতে হবে। নচেৎ উহা হবে হাদীস গোপন রাখার অপরাধ। সাহাবায়ে কিরাম যে তাঁদের নিজ নিজ গৃহে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র বেলাদত শরীফ বা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনন্দ অনুষ্ঠান উদযাপন মাহফিল করতেন। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কিছু সংখ্যক লোক তাঁর নিজ গৃহে সমবেত করে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তা'জিমার্থে পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী আলোচনাসহ দূরুদ-সালাম পেশ করছিলেন। এমন সময় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- তথায় উপস্থিত হয়ে এ অবস্থা দেখে বললেন, তোমাদের সকলের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়েগেল।[১]

অপর আরেক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,হযরত আবু দারদা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মদীনায় আবু আমের আনসারীর গৃহে গমন করে দেখি, তিনি তাঁর সন্তানাদী, আত্মীয়-স্বজনকে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তা'জিমার্থে পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলছেন, আজ সেদিন, যেদিন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেছেন। এতদর্শনে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন- নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'লা তোমার উপর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'লার ফেরেশতাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন।"[২]

অনুরূপভাবে সাহাবী হযরত হাসান বিন সাবেত (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে কবিতার মাধ্যমে পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঠ করেছেন- আরবী কবিতার অনুবাদ- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি সর্বময় দোষক্রটি হতে পূত-পবিত্র হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার এ বর্তমান সূরত মনে হয় আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রিয়নবীর নাম আজানে

১। সূত্র : ইবনে দিহইয়া-এর লিখিত-আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর আন-নাযীর, পৃ-১৩, আল্লামা সুয়ূতী (রহ.)-এর লিখিত কিতাব, সুবুলুল হুদা ফী মাওলিদিল মুস্তফা, পৃষ্ঠা-২৩।

২। সূত্র : আবদুল হক এলাহাবাদী (রহ.)-এর লিখিত কিতাব, দাররুল মুনাজ্জাম, পৃষ্ঠা-৩৯।

নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এর প্রমাণ যখন মুয়াজ্জিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলে আজান দেয়। আল্লাহ তা'লা তাঁর নিজের নামের অংশ দিয়ে নবীজীর নাম রেখেছেন, অধিক মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে। এর প্রমাণ হচ্ছে আরশের অধিপতির নাম হলো, ***"মাহমুদ"*** আর আপনার নাম হলো ***"মুহাম্মদ"***। হযরত হাসান বিন সাবেত (রা.)-এর এ পবিত্র মীলাদ পাঠ শুনে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- হে আল্লাহ তা'লা! আপনি হাসান বিন সাবেতকে জিবরীল (আ.) মারফতে সাহায্যে করুন।[১]

সুতরাং বর্ণিত হাদীস সমূহের আলোচনা ও পর্যালোচনায় এ কথা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগে (কুরুনে সালাসায়) পবিত্র মীলাদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মজলিস বা মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠান প্রচলন ছিল। যা অদ্যাবধী যুগযুগ ধরে সে ধারাবাহিকতায় চলে আসছে। সুতরাং যারা পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনে বিদআত, নাজায়েয হারাম ইত্যাদি বলে আপত্তি পেশ করে থাকেন তাদের এ আপত্তি, অভিমত সঠিক নয়। এ ব্যাপারে বিষয়টি নিয়ে জনসমাজে ফিতনা সৃষ্টি করা কারই জন্য উচিত নয় বলে মনে করি। ফিতনা-ফাসাদ দ্বীনের জন্য বিরাট ক্ষতি কর, যা মুসলমানদের ঐক্যকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়, এবং তাগুতি শক্তি এ সুযোগে তাদের দলমত গঠন করে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে স্বচেষ্ট হয়ে উঠে। ইসলাম আনুগত্য ও শান্তির ধর্ম। ধর্মীয় প্রতিটি উৎসব মুসলমান কুরআন ও হাদীসের আলোকে ছালেহীনদের রীতি-নীতি অনুসারে মুসলমান-মুমিন ব্যক্তিরা শান্তি প্রিয়ভাবে উদযাপন করবে এটাই আমাদের কামনা। সুতরাং এ উপলক্ষ্যে যে সকল কর্ম করা হয় তা যদি শরীয়ত সম্মত ও ভাল কাজ হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কাজেই কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ, নসিহত, দান-খয়রাত, খানা-পিনা, উপহার-উপঢৌকন, তাবারক বিতরণ ও নির্দোষ আনন্দের মাধ্যমে বাৎসরিক ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন করলে তা নাজায়েয বা শরীয়ত বিরোধী হবে না বরং এ সকল কাজ কেউ করলে তিনি তার নিয়ত, ভক্তি ও ভালবাসা অনুসারে সাওয়াব পাবেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন-এর বরকত ও ফযিলত :

এ মাসটির ফজিলত ও বরকতের কথা কুরআনুল কারীম, হাদীসে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাক্কানী উলামায়ে কিরামের লিখিত কিতাব ও বিশ্ববিখ্যাত সিরাত গ্রন্থে বিষদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! যদি আপনাকে আমি সৃষ্টি না করতাম এ বিশ্ব জাহানসহ কোন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। একমাত্র আপনার খাতিরেই এ বিশ্বজাহানসহ সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান নর-নারীর ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য রবিউল আউয়াল মাসের মর্যাদা দেয়া এবং ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটিকে কেন্দ্র করে সারা মাসই প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তা'জিমার্থে

১। সূত্র : দিওয়ানে হাসান, আল্লামা সাখাবী (রা.) রচিত, আল-কাউলুল বাদি, পৃষ্ঠা-১০৭।

পবিত্র জন্ম উৎসব পালন করা। ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনন্দ উৎসবের আয়োজক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজে। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে সূরা ইমরানের ৮১ ও ৮২নং আয়াতে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমন ও তা'জিমার্থে জন্ম উৎসবের আনন্দ প্রকাশ করেছেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং নিজের পবিত্র জন্মের মিলাদ অনুষ্ঠান নিজে পালন করেছেন। হযরত সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন পরবর্তী সকল যুগের সকল ওলামায়ে কিরাম প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মরণে তাজিমার্থে, ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠান করেছেন। যা যুগ যুগ ধরে অদ্য পর্যন্ত চলে আসছে এবং সারা বিশ্বে রবিউল আউয়াল মাসকে অন্যান্য মাস হতে ফজিলত ও বরকত হিসাবে মানুষ উদযাপন করে আসতেছে এবং ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটির মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপনের মাধ্যমে দিনটিকে সরকারীভাবে বন্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেক মুসলমান মুমিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেমিকদের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য রবিউল আউয়াল মাসের পরিপূর্ণ রহমত ও বরকত হাসিল করা এবং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মরণে তা'জিমার্থে মুহব্বতে সকলে মিলেমিশে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠান উদযাপনে যত্নবান হওয়া। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- "যারা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মরণে তার তাজিমার্থে মুহব্বতে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুষ্ঠান পালন করবে এবং পবিত্র জন্মকালীন সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা পর্যালোচনা ও তাঁর প্রতি বেশি বেশি দুরূদ ও সালাম পেশ করবে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এমনকি দুনিয়ার জীবনে তার অর্জিত সকল পাপ পঙ্কিলতা মাফ করে দেয়া হবে, মহান আল্লাহ তার প্রতি অগনিত রহমত নাযিল করবেন এবং সম্মানিত ফিরিশতাগণ তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকবে"। তাই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে সকল মুসলমান মুমীন ভাইদেরকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুষ্ঠান যার যার বাড়ী ঘরে যে যার তাওফীক অনুযায়ী পালন করার জন্য বলা হলো। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- 'যে সকল এলাকা ও বাড়ি ঘরে পবিত্র মিলাদ অনুষ্ঠান পালিত হয় এর বরকতে সে সকল এলাকা ও বাড়ি ঘর জনবসতী সর্বপ্রকার আসমানি ও জমিনী বালা মসীবত থেকে হেফাযত থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর রহমত নাযিল করতে থাকে এবং মানুষের অভাব ও গরীবত্ব দূর হয়ে থাকে।' অপর আরেক হাদীসে আছে, রবিউল আউয়াল মাসে প্রিযনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মরণে তাঁর তাজিমার্থে মুহব্বতে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যারা দান করে, মহান আল্লাহ তাকে ধনী সম্পদশালী করেন। আশ্রাফ আলী থানবী (র.) তাঁর লিখিত, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মরণে পবিত্র বেলাদত শরীফ সম্পর্কে 'নাশরুত্তীব' গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখেন যে, 'কোন এক বছর দেশজুড়ে চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে মহামারী

ভূমিকম্প বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় এবং দেশের মানুষের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তখন আমি নূরনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মরণে তাঁর পবিত্র বেলাদতের তাজিমার্থে প্রিয়নবীর জীবনী 'নাশরুত্তীব' গ্রন্থটি লিখি এবং পবিত্র বেলাদত শরীফ ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুষ্ঠান পালন করি। সাথে সাথে ইহার বরকতে দেশের প্রাকৃতিক সর্বপ্রকার দুর্যোগবন্ধ হয়ে যায় এবং আমাদের থানা ভুবন গ্রামটিও উক্ত বিপদ হতে রক্ষা পায়।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জগৎসমূহের রহমত

রাহমাতুললিল আলামীন, সৃষ্টিকুলের শিরোমণি, বিশ্বের গৌরব, মানবজাতির দয়া স্বরূপ, শেষ যুগের আদর্শ মহাপুরুষ, আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর সুপারিশ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। মহা সম্মানিত তিনি। বিদ্যা বণ্টনকারী, সুন্দর দেহবিশিষ্ট, উত্তম চরিত্রের অধিকারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। **'বালাগাল উলা বিকামালিহী, কাসাফাদ্দুজা বেজামালিহী, হাসনাত জামিউখিছালিহী, ছাল্লু আলাইহি ওয়াআলিহী'**।

অর্থাৎ- 'তাঁর চরিত্রের পরিপূর্ণতা সম্মানের উচ্চ স্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং স্বভাবের আলো দিয়া অন্ধকার বিদূরিত করিয়াছেন। তাই তাঁর সমস্ত স্বভাব প্রশংসনীয় হইয়াছে। অতএব, সকলে তাঁর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করুন এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট রহমত কামনা করুন'। হে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার ন্যায় পৃষ্টপোষক থাকতে উম্মতবর্গের ভয় কিসের? যাহাদের তরীর কান্ডারী হযরত নূহ (আ.), মহাসাগরীয় তুফানে তাহাদের আবার ভয় কি? কোন পাপী ব্যক্তি নিজের কৃত অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাত উঠাইয়া ক্রন্দনরত অবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করল; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহার দোয়া কবুল করলেন না। তৎপর আবার প্রার্থনা করল, এবারও আল্লাহ তা'লা তাহার প্রতি দয়ার নজর করলেন না। বান্দা ছাড়ারপত্র নয়, পূণরায় অত্যন্ত কান্না-কাটি সহকারে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে মাথা নত করে রইল এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মুহব্বতে দুরূদ ও সালাম পাঠ করেন, তখন পাক জাত মহান আল্লাহ তা'লা সম্মানিত ফেরেশতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বললেন যে, হে আমার ফেরেশতারা! আমি আমার বান্দার প্রার্থনা আমার প্রিয় হাবিবের উসীলায় কবুল করে নিয়েছি এবং তাহার আশাপূর্ণ করেছি। তারা অত্যন্ত বিনয়ের কান্নাকাটি ও বার বার আমাকে ডাকার কারণে আমি লজ্জিত হয়ে পড়েছি। তাই তার দোয়া কবুল করে তার মনের আশা পূর্ণ করলাম।

তাই প্রত্যেক মুসলমান মুমিন ভাই-বোনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, যাদের মাঝে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তা'জিম, সম্মান, প্রেম, ভালবাসা ও মুহব্বত নাই তাঁর সবকিছুই বৃথা, ইহকাল ও পরকাল তার জন্য অন্ধকারময়। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তা'জিম, সম্মান, মর্যাদা, প্রেম, ভালবাসাই আল্লাহ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। যার ভেতর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর প্রেম-ভালবাসা, তা'জিম ও মুহব্বত নাই সে তো মুমিন নয়। অনেকে বাহ্যিক কতিপয় সুন্নাত আদায় করাকে রাসূল প্রেমের মাপকাঠি মনে করে আত্মতৃপ্তির ঢোকার গেলেন। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগের মুনাফেকরা তো পিছিয়ে ছিলনা। তাদের মধ্যে তো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাহ্যিক সুন্নাত পালনের কমতি ছিলনা। তারপরও তারা মুনাফিক আখ্যা পেয়েছে। তাই বুঝা যায় শুধু বাহ্যিক সুন্নাত আদায়ের নাম নবী প্রেম নয়, বরং তার সাথে সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা, তা'জিম, মুহব্বত এবং আত্মিক সম্পর্ক থাকতে হবে। যে তার প্রেমাসম্পদের সামান্যতম সমালোচনা শুনতেও রাজি নয়। সে তার প্রেমাসম্পদের প্রতি যথাযথ তাজিম, সম্মান, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখাতে দ্বিধা করেন না। এটাই প্রকৃত প্রেমিকের লক্ষণ। সুতরাং যারা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে দোষ খুজে বেড়ায়, তাঁর প্রতি তাজিম, ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনকে, বিদয়াত বলে মনে করে ইহা তাদের অজ্ঞতা ও স্বল্প জ্ঞানের পরিচয়। তারা বাহ্যিক সুন্নাতের যতো পায়বন্দ হোকনা কেন, সত্যিকার নবীপ্রেম তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। আল্লামা কবি ইকবাল বলছেন- **'তুমি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সপে দাও, যদি তা না পার তবে তুমি সম্পূর্ণরূপে আবু লাহাবে পরিণত হবে'**। অতএব নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করার নামই ঈমান এবং তাঁর গোলামী বরণ করে নেয়াই ঈমান।

আজকের মুসলিম উম্মাহ বহুজাতি রাষ্ট্রে বিভক্ত। মুসলিম বিশ্বের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতিতে পশ্চিমা জাহেলীয়াত সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা মুসলমানই আজ বিশ্বে সবচেয়ে নিপীড়িত, নির্যাতিত জাতি। আজ অমুসলিমদের এ নির্যাতন ও নীপিড়ন থেকে মুক্তি পেতে এবং আমাদের হৃদ গৌরব ফিরে পেতে হলে একটি মাত্র পথ রয়েছে, তা হলো ইশকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পথ। এ ইশকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রঙে রঙিন হতে পারলে তবেই আমাদের মুক্তি সুনিশ্চিত। আল্লামা ইকবাল (র.) আরও বলেন- **হারকে ইশকে মুস্তফা সামানে উস্ত + বহর ও বর দর গোশায়ে দামানে উস্ত**। অর্থাৎ ইশকে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের পথের পাথেয় হয়েছে, পৃথিবীর স্থল ও জলভাগ সবই তাদের হাতের মুঠোতে ধরা দিয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন- **কী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে ওয়াফাতুনেতু হাম তেরে হ্যায় + ইয়েহ জাঁহা চীয হায় কিয়া, লওহ ওয়া কলম তেরে হ্যায়**। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাস যদি, ভালোবাসা পাবে তবে আমার + লওহ কলম লভিবে তোমরা মাটির পৃথিবী সে কোন ছার'। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ঐ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট তাহার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততিও পৃথিবীর সকল মানুষ হতে প্রিয় না হই।' (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-০৭)।

আল্লাহ তা'লা বলেন, হে আমার প্রিয় হাবীব, আপনার উম্মত বিশ্ববাসীকে বলে দিন- বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ তা'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা : আল-ইমরান, আয়াত : ৩১)।

কাফির আবু লাহাব প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র বেলাদত শরীফের প্রতি তাজিম ও সম্মান করায় কবরে বেহেশতের নেয়ামত পেয়ে থাকে :

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত উরওয়া বর্ণনা করেছেন, 'হযরত সুয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। অতঃপর সে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দুধ পান করিয়েছিল। আবু লাহাব মারা গেলে তখন তার জনৈক আত্মীয় তাকে স্বপ্নে ভীষণ দূরাবস্থার মধ্যে দেখতে পান এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? আবু লাহাব বলল, যখন থেকে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, কবরে ভীষণ আযাবে লিপ্ত আছি। কিন্তু সুয়াইবাকে আযাদ করার কারণে, আমাকে সামান্য হাতের আঙ্গুলী পরিমাণ পানি পান করতে দেয়া হয়।'[১] বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজর আসকালানী (র.) তাঁর লিখিত বিশ্ববিখ্যাত কিতাব বুখারী শরীফের শরাহ 'ফাতহুল বারী' এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) তাঁর রচিত 'উমদাতুলকারী' বুখারী শরীফের শরাহ গ্রন্থে বলেছেন-

অর্থাৎ ইমাম সোহাইলী (র.) উল্লেখ করেন যে, হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, 'আবু লাহাবের মৃত্যুর দীর্ঘ এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি যে, সে অত্যন্ত দূরাবস্থার মাঝে পতিত রয়েছেন। আবু লাহাব বলল, তোমাদের কাছে থেকে বিদায় নেয়ার পর আমি কখনও শান্তির মুখ দেখিনি। তবে প্রতি সোমবার আমার উপর যে আযাব দেয়া হয় তা লাঘব করা হয়। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আবু লাহাবের এ আযাব লাঘব হওয়ার কারণ হলো এই যে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র (জন্মদিন) বেলাদাতের দিনটি ছিল সোমবার এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মের সুসংবাদ দাসী সুয়াইবা আবু লাহাবকে দেয়াই সুয়াইবাকে আবু লাহাব খুশিতে মুক্তি দেয়"।[২]

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) তাঁর লিখিত 'মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ' কিতাবের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন- অর্থাৎ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মগ্রহণের পর আবু লাহাবের আযাদ করা কৃতদাসী বাঁদী সুয়াইবা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দুধ পান করাইতেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভূমিষ্ট হইলে কৃতদাসী (বাঁদী) সুয়াইবা আবু লাহাবকে এ পবিত্র জন্মের সুসংবাদ জানাইয়াছিল। এ শুভ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই আবু লাহাব খুশি হয়ে তাকে দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিয়েছিল। জনৈক

১। বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৬৪।
২। ফাতহুল বারী, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৮, আইনি শরীফ ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৫।

দাওয়াসহ শুকরিয়া আদায় কর।[১] আলোচ্য হাদীস থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম উৎসব পালনে খরচ করা, দান-সদকা, খানা পিনার আয়োজন, তাবারক বিতরণসহ আনন্দ উৎসব উদযাপন সকল উম্মতের জন্য একটি বিশেষ নিয়ামত ও সুবর্ণ সুযোগ। তা থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে সকল প্রকার বরকত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করে মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুহাব্বত, জিয়ারত ও তাঁর সুপারিশ অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন!!

বি.দ্র.- প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল আমাদের মহারাজা বাজার অবস্থিত **পীর সামছুল হুদা রাহমানীয়া খানকা শরীফ** কমপ্লেক্সের উদ্যোগে **পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠান উদযাপন হয়। ধর্মপ্রাণ দ্বীনদার সকল মুসলমান মুমিন ভাইদেরকে উক্ত মহতি ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠান উদযাপনে যোগদান করে মাহফিলকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য আমন্ত্রণ করা হল।

টীকা :- বর্তমান কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে নাজায়েয বলে থাকেন। অপরদিকে তারা 'সীরাতুন্নবী' মাহফিল উদ্‌যাপন জায়েয বলে জনসমাজে প্রচার করেন। বিষয়টি নিয়ে সমাজে দিন দিন মানুষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে। এমনকি এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। স্বল্প পরিসরে বিষয়টি নিরসনকল্পে আমরা বলব যে, যেহেতু ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনের ব্যাপারে জায়েযের সূরত রয়েছে। সেহেতু এ নিয়ে জায়িয-নাজায়েয ফাতওয়া দানে জনসমাজে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা কারই জন্য উচিত নয় বলে বিজ্ঞ মহল মনে করেন। যারা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তা'জিমার্থে পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন অনুষ্ঠান করে থাকেন, তারা এর মধ্যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাত তথা তাঁর জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন। ব্যাপারটি এমন নয় যে, মীলাদ শরীফ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রিয়নবীর সীরাত বা তাঁর জীবনী চরিত্রের উপর আলোচনা করেন না। বরং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনীর সর্বদিক নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করে থাকেন। যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তা'জিমার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মাসব্যাপী, ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনসহ তাঁর সীরাত বা জীবনী চরিত্রের উপর গবেষণাভিত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনা অনুষ্ঠান করে থাকেন। যদিও সীরাতগ্রন্থে বা সীরাত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদত থেকে ওফাত পর্যন্ত সবকিছুই কিতাবে লিপিবদ্ধ বা আলোচনা হয়ে থাকে, এরপরেও

১। আলহাবী লিল ফাতাওয়া, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৫।

ব্যক্তি, আবু লাহাবের মৃত্যুর পর স্বপ্নে তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অবস্থা কবরে কিরূপ? উত্তরে আবু লাহাব বলল, আমার অবস্থান দোযখেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে প্রত্যেক সোমবার দিন রাত্রিতে আমার শাস্তি হালকা করা হয় এবং আমি আমার এই দুই আঙ্গুল দ্বারা পানি পান করে থাকি। এ বলে সে তার আঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগের দিকে ইশারা করে দেখাইল এবং ইহা শুধু এই জন্যেই যে, সুয়াইবা আমাকে আমার ভাতিজা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম লাভের সু-সংবাদ দিয়েছিল। আর তখন আমি পবিত্র জন্মের এ সু-সংবাদ পেয়ে আনন্দে আনন্দিত হয়ে শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারায় আমার সুয়াইবা দাসীকে দাসত্বের শৃঙ্খল বন্দি জীবন হইতে মুক্তি দান করেছিলাম। ইবনুল জাওজী বলেন, আবু লাহাবের মত দূরন্ত একজন কাফির, যার নিন্দায় পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমে সূরা 'লাহাব' পর্যন্ত নাযিল হয়েছে। তাকে যদি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম রাত্রিতে আনন্দিত হওয়ার দরুণ দোযখেও তার উত্তম পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তাঁর কোন মুসলামন মুমিন উম্মত যদি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম উৎসব, জন্মকালীন সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলী, মু'জিযা শ্রবণ করে আনন্দে আনন্দিত হয়ে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনে সাধ্য অনুযায়ী খরচ করেন তাহলে তার অবস্থা কিরূপ হবে? অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালা এর বরকতে তাকে বেহেশত দান করবেন। তাই ঈমানদার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রেমিক ভায়েরা বিষয়টির দিকে গভীর নজর দিয়ে লক্ষ্য করুন। মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র জন্মের শুভ সংবাদ একজন কাফেরের কাছে বলাতে যদি ঐ কাফেরের কবরের আযাব লাঘব হয়ে যায় এবং বেহেশতের নেয়ামত পেতে থাকে, তাহলে যে মুমিন তার প্রাণের চেয়ে অধিক নিকট এবং প্রিয়, সে মুমিন ব্যক্তি যদি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম উৎসব, ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠান, তাঁর জন্মের আনন্দ উৎসব উদযাপন করেন এবং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুহব্বতে তাজিমার্থে সাধ্যনুযায়ী মাহ্ফিল অনুষ্ঠানে খরচ করেন, তাহলে তার প্রতিদান মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি পরিমাণ তাঁর নিয়ামত বান্দাহকে দিবেন যার বর্ণনা দেয়ার কোন ভাষা রাখে না। এ ব্যাপারে ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা.) হইতে বর্ণিত, নূরনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর নিজ আকীকা নিজে দিয়েছেন। অথচ অন্য হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, দাদা আবদুল মুত্তালিব নূরনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁর আকীকা দিয়েছেন। আকীকা দু'বার দেয়ার কোন নিয়ম শরীয়তে নাই।" বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় জন্মদিনের শোকর আদায় করার নিমিত্তে আকীকা প্রদান করে সাহাবায়ে কেরামসহ আনন্দ, উৎসব করলেন। এতে পরোক্ষভাবে তিনি আমাদেরকে তা'লিম বা শিক্ষা দিলেন যে, তোমরা আমার পবিত্র মীলাদকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়ে সালাত ও সালামের মাধ্যমে খাওয়া

দাওয়াসহ শুকরিয়া আদায় কর।[১] আলোচ্য হাদীস থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম উৎসব পালনে খরচ করা, দান-সদকা, খানা পিনার আয়োজন, তাবারক বিতরণসহ আনন্দ উৎসব উদযাপন সকল উম্মতের জন্য একটি বিশেষ নিয়ামত ও সুবর্ণ সুযোগ। তা থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে সকল প্রকার বরকত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করে মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুহাব্বত, জিয়ারত ও তাঁর সুপারিশ অর্জন করার তাওফিক দান করুন। আমীন!!

বি.দ্র.- প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল আমাদের মহারাজা বাজার অবস্থিত **পীর সামছুল হুদা রাহমানীয়া খানকা শরীফ** কমপ্লেক্সের উদ্যোগে **পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠান উদযাপন হয়। ধর্মপ্রাণ দ্বীনদার সকল মুসলমান মুমিন ভাইদেরকে উক্ত মহতি ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠান উদযাপনে যোগদান করে মাহফিলকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য আমন্ত্রণ করা হল।

টীকা :- বর্তমান কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে নাজায়েয বলে থাকেন। অপরদিকে তারা 'সীরাতুন্নবী' মাহফিল উদ্‌যাপন জায়েয বলে জনসমাজে প্রচার করেন। বিষয়টি নিয়ে সমাজে দিন দিন মানুষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যাচ্ছে। এমনকি এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। স্বল্প পরিসরে বিষয়টি নিরসনকল্পে আমরা বলব যে, যেহেতু ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনের ব্যাপারে জায়েযের সূরত রয়েছে। সেহেতু এ নিয়ে জায়িয-নাজায়েয ফাতওয়া দানে জনসমাজে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা কারই জন্য উচিত নয় বলে বিজ্ঞ মহল মনে করেন। যারা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তা'জিমার্থে পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন অনুষ্ঠান করে থাকেন, তারা এর মধ্যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাত তথা তাঁর জীবনীর বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন। ব্যাপারটি এমন নয় যে, মীলাদ শরীফ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রিয়নবীর সীরাত বা তাঁর জীবনী চরিত্রের উপর আলোচনা করেন না। বরং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনীর সর্বদিক নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করে থাকেন। যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তা'জিমার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মাসব্যাপী, ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনসহ তাঁর সীরাত বা জীবনী চরিত্রের উপর গবেষণাভিত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনা অনুষ্ঠান করে থাকেন। যদিও সীরাতগ্রন্থে বা সীরাত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদত থেকে ওফাত পর্যন্ত সবকিছুই কিতাবে লিপিবদ্ধ বা আলোচনা হয়ে থাকে, এরপরেও

১। আলহাবী লিল ফাতাওয়া, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৫।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, সালফে সালেহীন ও উলামায়ে হাক্কানী কর্তৃক সাব্যস্ত রয়েছে। সুতরাং পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন অনুষ্ঠানে যদি শরীয়ত বিরোধী কোন প্রকার কার্যকলাপ দেখা না যায় এবং শরীয়তের ওপর কায়েম রেখে কেউ এ মীলাদ উৎসব অনুষ্ঠান উদযাপন করেন, তাহলে এতে নাজায়েয বা দোষের কিছু নেই। বরং উদযাপনকারী ব্যক্তিবর্গরা অগণিত সাওয়াবের অধিকারী হবেন। অতএব বিষয়টি নিয়ে জনসমাজে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকুন। ফিৎনা-ফাসাদ দ্বীন থেকে মানুষকে সরিয়ে রাখে এবং মুসলমানের ঐক্যকে ভেঙে চূরমার করে দিয়ে তাগুতী শক্তিকে প্রভাবিত করে। তাই সে দিকে খেয়াল রেখে, আসুন দলমত ব্যতিরেকে মুসলমান ভাই ভাই মিলে মিশে সালফে সালেহীন ও উলামায়ে হক্কানীগণের অনুস্বরণে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপনে ঐক্যমত পোষণ করে সাওয়াবের ভাগী হই এবং বিনয়ের মালা পড়ে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করি।

নাতে রাসূল (সা.)

ভেজ দুরূদ দাও সালাম মোর নবীজীর শানে,
নবী রহমতেরই সুধা নিয়ে এলেন জাহানে।

মীলাদ পড় ক্বিয়াম কর মোর নবীজীর শানে,
ইবরাহীম নবী করেন দোয়া পাঠও রাসূল ওহে খোদা।

শিক্ষা দিবেন কুরআন-হাদীস ইলমে বাতিনে,
৫৭০ ঈসায়ী সনে ১২ই রবিউল আউয়ালে।

তাশরীফ আনলেন দয়াল নবী এই জমিনে,
ফেরেশতা মা আমেনায় বলে শ্রেষ্ঠ নবী আসবে তোমার কোলে।

নাম রেখো তার মুহাম্মদ (সা.) রেখো স্মরণে,
ছড়ায় নবীর নূরের জ্যোতি-ইবলিসে চায় করতে ক্ষতি
পদাঘাতে ভাগায় তারে জিবরীল আমীনে।

তারা মাঝে মধ্যে একথাও যুক্তি দিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে যে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে বলেছেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما
كتاب الله وسنة رسوله -

অর্থাৎ "আমি তোমাদের নিকট দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটি বস্তু আকড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না।"

তারা এ হাদীস পাকের দোহাই দিয়ে বলে থাকেন যে, আপনারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে মানবেন। কেন জৈনপুর, ফুরফুরা, ছারছীনা, সোনাকান্দা, ফুলতলি, ছতরা, ধামতি দরবারে যাবেন? এ সকল দরবারে তো যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে বলা হয়নি বরং আপনাদেরকে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কাছে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

পেয়ারে হাজেরীন!

আপনারা বলুনতো, যদি কেহ পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীস শরীফের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীস শরীফ কি তাকে কোন পথ দেখিয়ে দিবে? বরং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যিনি সঠিক জ্ঞানে জ্ঞানী, যার উভয়ের উপর সহীহ জ্ঞান রয়েছে তার নিকট গেলে তিনি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান তাকে দেখিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবেন। সুতরাং ফুরফুরা জৈনপুর, ছারছীনা, সোনাকান্দা, ফুলতলি, ছতরা, ধামতি, দারুল আমান, বানিয়া পাড়া দরবারে যাওয়া মানে সেখানকার উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজামদের শরনাপন্ন হয়ে তাদের নিকট থেকে কুরআন হাদীসের সঠিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী শরীয়ত ও তরীকতের উপর চলার যোগ্যতা গ্রহণ করা। অতএব তাদের এ জাতীয় কথা মূলতঃ খারাপ মতলবে বলে থাকেন যাতে তারা সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তারা যুক্তির মাধ্যমে মানুষদেরকে ধোকা দেন। তাদের পূর্বসূরী দল পথভ্রষ্ট খারেজী সম্প্রদায় (ইদানিং তারা সালাফী, মোহাম্মদী, লা মাজহাবী, আহলে হাদিস নামে পরিচিত) যারা হয়রত আলী (রা.) এর খেলাফত থেকে মানুষদেরকে দূরে সরানোর জন্য বলত-

তারা মাঝে মধ্যে একথাও যুক্তি দিয়ে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করে যে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জে বলেছেন-

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما
كتاب الله وسنة رسوله -

অর্থাৎ "আমি তোমাদের নিকট দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটি বস্তু আকড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না।"

তারা এ হাদীস পাকের দোহাই দিয়ে বলে থাকেন যে, আপনারা পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে মানবেন। কেন জৈনপুর, ফুরফুরা, ছারছীনা, সোনাকান্দা, ফুলতলি, ছতরা, ধামতি দরবারে যাবেন? এ সকল দরবারে তো যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে বলা হয়নি বরং আপনাদেরকে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের কাছে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

পেয়ারে হাজেরীন!

আপনারা বলুনতো, যদি কেহ পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীস শরীফের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীস শরীফ কি তাকে কোন পথ দেখিয়ে দিবে? বরং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যিনি সঠিক জ্ঞানে জ্ঞানী, যার উভয়ের উপর সহীহ জ্ঞান রয়েছে তার নিকট গেলে তিনি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান তাকে দেখিয়ে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবেন। সুতরাং ফুরফুরা জৈনপুর, ছারছীনা, সোনাকান্দা, ফুলতলি, ছতরা, ধামতি, দারুল আমান, বানিয়া পাড়া দরবারে যাওয়া মানে সেখানকার উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজামদের শরনাপন্ন হয়ে তাদের নিকট থেকে কুরআন হাদীসের সঠিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী শরীয়ত ও তরীকতের উপর চলার যোগ্যতা গ্রহণ করা। অতএব তাদের এ জাতীয় কথা মূলতঃ খারাপ মতলবে বলে থাকেন যাতে তারা সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তারা যুক্তির মাধ্যমে মানুষদেরকে ধোকা দেন। তাদের পূর্বসূরী দল পথভ্রষ্ট খারেজী সম্প্রদায় (ইদানিং তারা সালাফী, মোহাম্মদী, লা মাজহাবী, আহলে হাদিস নামে পরিচিত) যারা হয়রত আলী (রা.) এর খেলাফত থেকে মানুষদেরকে দূরে সরানোর জন্য বলত-